263615 - পশ্চিমা দেশগুলোতে বধৈ চাকুরী ও হারাম চাকুরীর মূলনীতি

প্রশ্ন

হালাল থকেে হারাম চাকুরীকে আলাদা করে জানব কীভাবে? কারণ এখানে জার্মানতিে অনকে হারাম এবং সংশয়পূর্ণ চাকুরী আছে। আমি সবসময়ই পড়ছেি যে কোনো ব্যক্তি যদি এমন স্থানে চাকুরী করে যখোনে মদ বা শূকররে গোশত বক্রিি হয় তাহলে সখোনে চাকুরী করা হারাম হবে। কন্িতু দুই বা তনি সপ্তাহ আগে এক লোক আপনাদরেকে কোন এক রুটঘিরে চাকুরী করার বধিান জজ্ঞিাসা করছেলি। যে রুটঘিরটি এমন এক রস্টেুরন্টেরে অধীনে যখোনে মদ ও শূকর থাকার সম্ভাবনা আছে। আপনারা তাকে বলছেনে: তোমার জন্য এটা জায়যে; কারণ তুমি অমুসলমি দশেে আছো। তাহলে আমি কীভাবে এর মূলনীতি জানতে পারব? আমি কী করে জানব যে আমি কি মুখাপক্ষেী বা নরিুপায় কনিা? আমার বন্ধু রুটরি কারখানায় কাজ করে। সে শুধু রুটতিে পনরি দয়ে। আর অন্যরো শূকর দয়ে। তবে সে শূকররে কাছে যায় না এবং স্পর্শ করে না। তার এই কাজ কি জায়যে হবে? সে যদি আমাদরেকে দাওয়াত দয়ে তাহলে আমার জন্য কি তার বাড়তিে যাওয়া ও তার খাবার খাওয়া জায়যে হবে? উল্লখ্যে, তার স্ত্রী বীমা সক্টেরে চাকুরি করে। আমি জানি সটো হারাম। এ কারণে আমি তার কাছে যাওয়া থকেে বরিত থাকি; আমার এ কাজটি সঠকি কনিা? সে যদি আমাকে কোনো উপহার দয়ে আমি কি সটো গ্রহণ করব; নাকি করব না? সে আমাকে কছিুদনি আগে যে উপহারগুলো দয়িছে সগেুলো কী করব? আমি যখন দ্বীনদারি রক্ষার্থে এই সব জায়গায় চাকুরি করি না, এমন স্থানে চাকুরি খোঁজার সর্বাত্মক চষ্টো করি যখোনে হারাম বা সংশয়পূর্ণ বষিয় অথবা নারী-পুরুষরে মশ্রিণ নইে কংিবা আমাকে সময়মতো নামাজ পড়তে বাধা দবিে না তখন আমার এ কাজটা কি সঠকি; নাকি সঠকি নয়? আল্লাহর কসম! আমি নজিরে ব্যাপারে পাপকাজরে আশঙ্কা করি। আমাকে আপনারা সাহায্য করুন। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিান দনি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

বধৈ কাজরে মূলনীতি হলো: এটি বধৈ ক্ষত্রেে হওয়া এবং এর দ্বারা হারাম কাজে সহায়তা না করা।

এতে অন্তর্ভুক্ত হবে সকল বধৈ বক্রিি ও ভাড়া। যমেন: খাদ্য, ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বক্রিি করা। আরো অন্তর্ভুক্ত হবে শক্ষিকতা, চকিৎিসা, প্রকৌশল, বদ্যিুৎ বভিাগ, ছুতারগরিি, কারগিরসিহ অগণতি বধৈ চাকুরি।

আর হারাম কাজরে উদাহরণ হলো: সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা, ব্যবসায়কি বীমা কোম্পানতিে চাকুরি করা, মদ বহন করা, শূকর

পালন করা, সুদ লখো, জুয়ার হল প্রস্তুত করা, অথবা যা হারামে ব্যবহৃত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় তা বক্রি করা; যমেন: ডাকাতরে কাছে অস্ত্র বক্রি করা, প্রভৃতি যা কছিু হারামে লপ্তি হওয়া কংিবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হারামে সহায়তা করা।

পক্ষান্তরে পাপে সাহায্য করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বওে দূরবর্তী সাহায্য হয় তাহলে হারাম হবে না। যমেন: কাফরে, সুদখোর কংিবা জুয়াখোর ব্যক্তরি কাছে বধৈ খাবার বক্রি করা। এক্ষত্রেে বলা যাবে না যে: সে এই খাবার খয়েে পাপ কাজ করার শক্তি পাচ্ছে। যদি দূরতম সাহায্য হারাম হত তাহলে মানুষরে জন্য সামান্য কছিু ছাড়া আর কোনো বধৈ কাজই থাকবে না।

তাই সাহাবীরা ইহুদদিরে সাথে কনোবচো, ভাড়া প্রদানসহ অন্যান্য লনেদনে করতনে। তারা এই বষিয়টি বিবিচেনা করনেনি ইহুদীরা এই সমস্ত অর্থ এবং কাজ দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

যহেতেু মৌলকিভাবে কাজটি বধৈ এবং এর মাধ্যমে সরাসরি হারামে সহায়তা করা হয় না: তাই সটেি জায়যে।

চাকুরি বধৈ হওয়া বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ মূলনীতটিি উল্লখে করা যতেে পারে।

পূর্বোক্ত আলোচেনার আলোকে: যদি কোনো রুটঘিরে হালাল রুটি বক্রি করার পাশাপাশি মদরে সাথে মশি্রতি হারাম রুটওি বক্রি করা হয়, কন্তিু কোন কর্মচারীর কাজ কবেল হালাল রুটরি মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে যদি কোনোভাবে হারামে সহায়তা না করে; তাহলে সে ব্যক্তরি এই চাকুরী করাটা তীব্র প্রয়োজন হলে চাকুরটিি করা তার জন্য জায়যে হবে। তবে তার উচতি অন্য চাকুরি খুঁজতে থাকা। কারণ সে মন্দ কাজরে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় এতে বাধা প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। কন্তিু, সে হয়তো সটো করতে পারবে না। তখন এই স্থান ত্যাগ করা তার উপর অনবিার্য। আল্লাহ তায়ালা বলছেনে:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً

“তনিি তো কতিাবে ইতমিধ্যইে তোমাদরেকে বলে দয়িছেনে যে, তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য ও বদ্রিূপ করতে শুনবে তখন তোমরা তাদরে সাথে (অমান্যকারী ও বদ্রিূপকারীদরে সাথে) বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লপ্তি হয়। তাহলে (তাদরে সাথে বসলে) তোমরাও তাদরে মতোই হবে। নশ্চিয়ই আল্লাহ মুনাফকি ও কাফরেদরে সকলকে জাহান্নামে একত্র করবনে।”[সূরা নসিা: ১৪০]

জাস্সাস তার ‘আহকামুল কুরআন’ (২/৪০৭) বইয়ে বলনে: “এই আয়াতে প্রমাণ রয়ছেে যে মন্দকাজে লপ্তি ব্যক্তকিে বাধা দওেয়া আবশ্যক। বাধা দয়োর অন্তর্ভুক্ত হবে ঘৃণা প্রকাশ করা, মন্দকাজে লপ্তি ব্যক্তরি সাথে উঠাবসা পরত্যিাগ করা এবং মন্দ কাজ থকেে সরে না আসা পর্যন্ত তাকে বর্জন করা; যদি মন্দ কাজকে একবোরে দূর করা নাও যায়।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: যে সমস্ত স্বর্ণরে দোকানরে মালকিরো হারাম লনেদনে করে— সটো সুদী লনেদনে হোক, হারাম কলা-কৌশল হোক, প্রতারণা হোক অথবা অন্য যে সব লনেদনে শরয়িতে অবধৈ— এমন দোকানে চাকুরি করার বধিান কী?

তনিি উত্তর দনে: 'সুদ কংিবা প্রতারণা কংিবা এ ধরনরে হারামে লপ্তি ব্যক্তদিরে কাছে চাকুরি করা হারাম। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলনে: "তোমেরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সহযোগতিা করবে না।"[সূরা মায়দো: ২] তনিি আরো বলনে: "তনিি তো কতিাবে ইতমিধ্যইে তোমোদরেকে বলে দয়িছেনে য,ে তোমেরা যখন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য ও বদ্রিূপ করতে শুনবে তখন তোমেরা তাদরে সাথে (অমান্যকারী ও বদ্রিূপকারীদরে সাথে) বসবে না যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লপ্তি হয়। তাহলে (তাদরে সাথে বসলে) তোমেরাও তাদরে মতোই হবে। নশ্চিয়ই আল্লাহ মুনাফকি ও কাফরেদরে সকলকে জাহান্নামে একত্র করবনে।"[সূরা নসিা: ১৪০]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তি কোনো মন্দ দখেতে পায় সে যনে হাত দয়িে সটেি প্রতহিত করে। যদি সটেি না পারে তাহলে মুখ দয়িে করবে। যদি সটেি না পারে তাহলে অন্তর দয়িে করবে।" আর সখোনে থাকা কর্মচারী তার হাত, মুখ বা অন্তর কোনোটি দয়িে মন্দকে বাধা দতিে পারে না। ফলে সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অবাধ্য বলে গণ্য হবে।'[সমাপ্ত][ফকিহ ওয়া-ফাতাওয়াল বুয়ূ (পৃ. ৩৯২)]

তাই আপনার বন্ধুকে এমন অন্য চাকুরি খুঁজতে হবে যখোনে সে মন্দ দখো থকেে বঁচেে থাকে।

যহেতেু সে শূকররে কাছে যায় না, কোনোভাবে হারামে সাহায্য করে না সহেতেু তার বতেন হালাল। কারণ সে বধৈ রুটি বানানোর বনিমিয়ে এটি নচ্ছি। কন্তিু মন্দ কাজে বাধা না দওেয়ার কারণে সে পাপী হবে। আর এ কারণইে তাকে অন্য চাকুরি খুঁজতে হবে।

সুতরাং আপনি জানতে পারলনে যে আপনার জন্য তার খাবার খাওয়া ও তার উপহার গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নইে। কারণ তার বতেন হালাল।

দুই:

ব্যবসা বীমা কোম্পানগিুলোতে চাকুরি করা হারাম। কারণ ব্যবসার বীমা সুদ ও জুয়ার উপর প্রতষ্ঠিতি; যমেনটি আমরা (130761) ও (205100) নং প্রশ্নরে উত্তরে বর্ণনা করছে।ি

কন্তিু হারাম উপার্জতি অর্থ কবেল উপার্জনকারীর জন্য হারাম। অন্য কউে তার কাছ থকেে বধৈ উপায়ে গ্রহণ করলে তাতে আপত্তি নইে। যমেন: উপহার, খরচ প্রভৃতি।

সুতরাং যে ব্যক্তি হারাম বীমায় চাকুরি করে তার থেকে কিছু খতে কিংবা তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে আপত্তি নেই।

তিনি:

হালাল রিযিকির দরজা অনেক। কিন্তু এর খোঁজে অনুসন্ধান ও পরিশ্রম প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে রিযিক প্রদান করেন ও সাহায্য করেন। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দিবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিকির ব্যবস্থা করবেন যা সে ধারণাও করে না।”[সূরা তালাক: ২, ৩]

সুতরাং আপনি এমন হালাল কাজের খোঁজে চেষ্টা অব্যাহত রাখুন, যেখানে নারী-পুরুষের মিশ্রণ নেই এবং যা মন্দ কিছু দেখা থেকে মুক্ত। এক্ষেত্রে পরহেজগারিতা প্রশংসিত। যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়াবলি থেকে বেঁচে থাকে সে নিজের দ্বীন ও ইজ্জতকে রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে হারামে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের ইজ্জতকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা এ আশঙ্কায় থাকে যে, যে-কোন সময় কোন পশু নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।”[হাদীসটি বুখারী (৫২) ও মুসলিম (১৫৯৯) বর্ণনা করেন]

তিনি আরো বলেন: “সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।”[হাদীসটি তিরমিযী (২৫১৮) ও নাসাঈ (৫৭১১) বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমিযীতে এটিকে সহীহ বলেছেন]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।